# ৭ জেলার ১৪ স্কুলে শতভাগ পাস

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ০৮ মে ২০১৮

**ময়মনসিংহ**

ময়মনসিংহ -বিদ্যাময়ী সরকারি গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীদের উল্লাস -সংবাদ

বরাবরের মতো এবারও এসএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেনাবাহিনী পরিচালিত অপর আর একটি স্কুল ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া নগরীর অন্যান্য নামকরা স্কুলগুলোর ফরঅপল আশানুরূপ হয়নি। বরাবরের মতো এবারও ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেটে কলেজের ৫০ জন পরীক্ষার্থীর সবাই জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৯০ জনের মধ্যে ২৮৫ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২৫ জন, পাশের হার ৯৮ দমমিক ২৪। ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ২৮০ জনের মধ্যে ২৭৯ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছে এরমধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২০ জন। গর্ভমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল থেকে ১২০ শিক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১১৫ জন, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৪ জন শিক্ষার্থী। প্রিমিয়ার

আহাঁডয়াল হাইস্কুলে ২৭৭ জনের মধ্যে ২৭১ জন পাস করেছে এরমধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৭ জন। ফলাফল ঘোষণার পর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আনন্দ উল্লাস মেতে উঠে।

**সিরাজগঞ্জ**

এস এস সি পরীক্ষার ফলাফলে এ বছর সিরাজগঞ্জ শহরের ঐতিহ্যবাহী সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করেছে। এই বিদ্যালয় থেকে এবছর ২২০ জন পরীক্ষা দেয় এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫৫ জন এবং বাকিরা পেয়েছে- এ। বি এল স্কুলে মোট ২৩১ জন পরীক্ষা দেয় এর মধ্যে ২২৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ- ৫ পেয়েছে ১৬৭ জন। সবুজ কানন স্কুল থেকে ৩৬২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৩৫০ জন উত্তীর্ণ হয় এবং জিপিএ- ৫ পেয়েছে ৯৩ জন। সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে ২৮ জন এবং জিপিএ- ৫ পেয়েছে ১৯ জন। রেলওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১২৮ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ১২১ জন জিপিএ- ৫ পেয়েছে ১০ জন।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া**

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাসের হার শতভাগ। তবে জেলা শহরের ঐতিহ্যবাহি বিদ্যাপীঠ অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পাসের হার এবং জিপিএ-৫-এ এগিয়ে রয়েছে। আজ রোববার দুপুরে জেলার সব কটি স্কুলে এসএসসির

ফলাফল ঘোষণা করা হয়। জেলার অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড স্কুল এন্ড কলেজ, উইজডেম স্কুল অ্যান্ড স্কুলেজ, চাপৈর আজিজুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাসের হার শতভাগ। অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৭৫ জন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩৮ জন। বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৭৩ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ জন, উইজ ডম স্কুলে ৭৫ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ জন। চাপৈর আজিজুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ জন। অন্নদা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফরিদা নাজমীন জানান, ফলাফলে আমরা সন্তুষ্ট। তবে আগামী দিনে যাতে জিপিএ-৫ আরও বেশি পাই সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখব।

**ঝিনাইদহ**

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতকাল যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৫০ জন ক্যাডেট পরীক্ষায় অংশ নেয় এর মধ্যে ৪৬জন গোল্ডের প্লাসসহ সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছে। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল সাদিকুল বারী জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারের এসএসসি পরীক্ষায়ও সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে ক্যাডেট কলেজের মনোরম পরিবেশ,

শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়, সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের সচেতনতা আর শিক্ষকদের একান্ত প্রচেষ্টাই ভালো ফলাফলের মূল কারণ বলে তিনি জানান।

**নারায়ণগঞ্জ**

বিদ্যানিকেতন হাইস্কুল এবারো এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ উত্তীর্ন হয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৫৫জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে সবাই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তির্ন হয়েছে। এর মধ্যে তিনজন জিপিএ-৫, ৩৯ জন- এ ও তেরো জন এ মাইনাস পেয়েছে। বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার সাহা জানান, ২০০৭ সালে পশ্চিম দেওভোগ ভুইয়ার বাগ এরাকায় বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত চার বছর যাবত এ স্কুল থেকে পিএসসি, জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাস করছে। তিনি জানান, হাঁটি হাঁটি পা পা করে একটি আলোকিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে এ স্কুলে প্রায় ১২৫০জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। শিক্ষার্থীদেও মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খল বোধ গড়ে তোলা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানো জন্য প্রতিটি শিক্ষক এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা কাজ করছে। বিদ্যানিকেতন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাসেম হুমায়ূন জানান, স্কুলের প্রতিটি শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্ঠার

মাধ্যমে আমরা ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রাখতে পেরেছি।

**ফেনী**

ফেনীতে এসএসসির ফলাফলে ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজে শতভাগ জিপিএ-৫ পেয়েছে। জেলায় এবার বেড়েছে জিপিএ-৫ ও পাসের হার। ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. লোকমান হাকিম জানান, ফেনী সরকারি গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ৫১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে সকলে জিপিএ-৫ পেয়েছে। এদিকে ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হোসনে আরা বেগম জানান, আমাদের স্কুলে ৩১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩১৫ জন শিক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩৫ জন। পাসের হার ৯৯.৬৮ শতাংশ।

অপরদিকে ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত নাথ জানান, আমাদের স্কুল থেকে ২৩৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২৪ জন, পাস করেছে ২৩৩ জন। পাসের হার ৯৯ শতাংশ।

মাদরাসা বোর্ডে দাখিল পরীক্ষায় শহরের আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসায় ২১৮ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে ১৯৪ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ অর্জন করে ১৩ শিক্ষার্থী। ফেনী আলিয়া কামিল মাদরাসায় ১০৬ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৯ জন পাস করে। তবে, এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন

করতে পারেন। এছাড়া শহরের অন্যতম বিদ্যালয় ফেনী শাহীন একাডেমি স্কুল, ফেনী সেন্ট্রাল হাই স্কুল, জি এ একাডেমি স্কুল, ফেনী মডেল স্কুল, ফেনী বালিকা বিদ্যানিকেতন, পৌর বালিকা বিদ্যালয়, রামপুর বালিকা বিদ্যলায়সহ নামি সকল স্কুলের ফল বিগত বছরগুলোর চেয়ে উর্দ্ধমুখী হয়েছে।

## সৈয়দপুর (নীলফামারী)

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় দিনাজপুর বোর্ডে সৈয়দপুর উপজেলার ২৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫ প্রতিষ্ঠানের শতভাগ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি কলেজ, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আল-ফারুক একাডেমি, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয় এবং সৈয়দপুর আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ। এদের মধ্যে সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি কলেজের শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল ১১৬ জন, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুই বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিল ২০৮জন, আল-ফারুক একাডেমির তিন বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিল ১৮৫ জন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের দুই বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিল ৮০ জন এবং সৈয়দপুর আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৬৯জন। শহরের উল্লিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাশের হার শতভাগ। গত

বছর এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ উত্তীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬টি।